দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

00 035

শিক্ষাঙ্গন

শারীরিক শিক্ষা

আজকাল অনেকেই বলেন এবং খবরের কাগজেও অনেকে আফসোস করে লিখেন যে, স্কুল ও কলেজে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার চর্চা নেই। কিন্তু কেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো?

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে কম বা বেশী হলেও স্কুল ও কলেজে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার চর্চা ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে। এখন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, এ বিষয়ে চর্চা নেই বললেই চলে।

এর মূল কারণ বর্তমানে শিক্ষা বিভাগে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা পরিচালনার জন্য কোন সুষ্ঠু নীতি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নেই। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক জেলা শারীরিক শিক্ষা সংগঠক কাজ করতো, জনশিক্ষা বিভাগের আওতায় শারীরিক শিক্ষা দপ্তর নামে একটি দপ্তর এ বিষয়টি পরিচালনা করতো।

দেশ স্বাধীন হবার পরে জেলা শারীরিক শিক্ষা সংগঠকের পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা দপ্তর নামে কোন দপ্তর এখন শিক্ষা বিভাগে নেই। দেশ স্বাধীন হবার পরে যে বিষয়টি শিক্ষা বিভাগে বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ ছিল তা না করে সে বিষয়টির অবকাঠামো অবলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে পরিচালনার অভাবে বিষয়টির চর্চাও লোপ পেয়েছে।

দেশে সুস্থ সবল নাগরিক গঠন, বালক-বালিকাদের অবসর সময় বিনোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি-শৃংখলা আনয়ন এবং খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা চর্চা একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিষয় হতে আলাদা হওয়ায় এর ব্যবস্থাপনায়ও আলাদা বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশে এ বিষয়ের আলাদা বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ কারণেই বৃটিশ সরকার এ দেশে শারীরিক শিক্ষা দপ্তর সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীন দেশে শারীরিক শিক্ষা এবং স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় খেলাধুলার গুরুত্ব লোপ না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পাওয়া উচিৎ ছিল।

দেশে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত লাখ লাখ তরুণ ছেলে-মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার নিয়মিত ও ব্যাপক চর্চা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশে ইতিপূর্বে শারীরিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য যে প্রশাসনিক অবকাঠামো বলবৎ ছিল তা যথোপযুক্তভাবে পুনঃ প্রবর্তন করা উচিৎ। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি শারীরিক শিক্ষা দপ্তর স্থাপন পূর্বক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সুস্থ সবল নাগরিক গঠন, তরুণ ছেলে-মেয়েদের অবসর বিনোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য তা একটি বিশেষ সহায়ক হবে।

—হারুন আর রসিদ